

# নতুন বছরেই শুরু করা হোক

বিশেষ প্রতিনিধি •

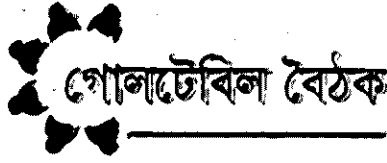
আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা নতুন বছরেই শুরু করা যাক। আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে সরকারের অতিরিক্তভার কোনো অভাব নেই। পাঠ্যসূচি তৈরি, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজ দ্রুত শেষ করে আদিবাসী শিশুদের বিদ্যালয়ে নেওয়া জরুরি।

গতকাল পনিবার *প্রথম আলো* কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা মূলধারায়নের কৌশল' শীর্ষক গোলাটেবিলা বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা এই অভিমত দিয়েছেন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সেভ দ্য চিলড্রেনের সহায়তায় *প্রথম আলো* এই গোলাটেবিলা বৈঠকের আয়োজন করে। সরকারের দুজন সচিব, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আদিবাসী নেতা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠকে জানানো হয়, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সান্তি—এই পাঁচটি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে। গোলাটেবিলা বৈঠকে সেভ দ্য চিলড্রেনের উর্জ্বতন ব্যবস্থাপক মেহেরন নাহার বলেন, এই পাঁচটি ভাষাভাষী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃতি সম্পন্ন হয়নি। এদের জন্য পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই তৈরি হয়নি। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ হয়নি।

একাধিক বিশেষজ্ঞ বলেন, শিশুকে শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া জরুরি। এরপর সে ধীরে ধীরে মাতৃভাষার সঙ্গে অন্য ভাষায় (বাংলাদেশের জন্য বাংলা) শিক্ষা দেবে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সময় সাত বছর। এই সময়টাকে বলে 'ক্রিজিং পিরিয়ড'। পরবর্তী সময়ে সে ইংরেজি শিখবে।

ন্যাশনাল কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ডের



## আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান

চেয়ারম্যান পফিকুর রহমান বলেন, প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সরকার অতিরিক্ত। তবে সরকার যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে চায়। তিনি বলেন, শিশুদের বই সরাসরি অনুবাদ করলে হবে না। তা পরিগ্রহণ (অ্যাডাপ্ট) করতে হবে, যেন শিশুর পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়। এরপর তা স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা সভায় তুলতে হবে। তারপর তা জাতীয় কাউন্সিলে পাস করিয়ে নিতে হবে। সবচেয়ে তা ফুলপর্যায় যাবে। এই প্রক্রিয়া হবে নাগাদ শেষ হবে, পফিকুর রহমান তা বলেননি। তবে বলেছেন, খুব বেশি সময় লাগবে না।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা প্রশ্ন তোলেন, আদিবাসীদের অনেকের ছেলেমেয়ে ঢাকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ছে, আর বাজার অর্থনীতির যুগে লোগাং বা পানছড়ির আদিবাসী শিশুকে মাতৃভাষায় শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এটা বৈষম্য তৈরি করছে কি না। তিনি বলেন, ইউএনডিপি'র অর্থায়নে পরিচালিত ৩৩২টি স্কুল অর্থসংকটের কারণে বন্ধ হতে চলেছে। কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর ভাণ্ডা অনিচ্ছিত হয়ে পড়ছে।

একুনি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরার বৈঠকে উপস্থিত প্রায় সবাই আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার সরকারি উদ্যোগকে যাগত জানান। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহার করা হলেও খসড়া শিক্ষা আইনে তা ব্যবহার করা হয়নি। 'মাতৃভাষা শিক্ষা' ও 'মাতৃভাষায় শিক্ষা'র মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য। জাতীয় শিক্ষানীতিতে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষা কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ রকম আরও অনেক নীতিগত ও যৌগিক বিষয়ের সমাধান জাতীয়ভাবে হয়নি। তিনি বলেন, দাতাদের অর্থায়নে শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ না হয়ে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার উদ্যোগ সাংবিধানিকভাবেই হওয়া উচিত ছিল।

যাগত বক্তব্য অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও *প্রথম আলো*র সহযোগী সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম বলেন, মানুষ হুম দেখে মাতৃভাষায়। মাতৃভাষায় হুম দেখা থেকে কাজকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

যাগতবক্তব্যের জবাবের কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা বলেন, আদিবাসীদের মধ্যে শিক্তি মানুষের সংখ্যা ও লিখিত উপাদান কম। তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও অভিধান তৈরির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সৌরভ সিকদার বলেন, পাঠ্যপুস্তক তৈরি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞ তৈরি না হওয়ায় মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে আছে। তিনি অভিযোগ করেন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এবং কাজের সময়ের অভাবে আদিবাসী শিশুদের পাঠ্যবই এখনো তৈরি হয়নি।

আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, সংবিধানে বাংলাদেশের সব মানুষকে এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

# নতুন বছরেই শুরু করা হোক

শেষ পৃষ্ঠার পর

খালি বলা অন্যান্য অংশগ্রহণযোগ্য ও আন্তর্জাতিক সনদের লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক পুলক চাকমা বলেন, নিজেদের ভাষায় শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের নিজেদের প্রকৃতি নেই। তিনি বলেন, বাংলাদেশে একটি জাতিশ্রুতি থাকা সরকার। তিনি জানান, কোথায় কী ভাষায় কথা বলে, তার একটি জরিপ করতে যাচ্ছে সরকার। কোন ভাষা হারিয়ে গেছে, তাও এই জরিপ থেকে

জানা যাবে।

সরকার আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়ে কখন কী পদক্ষেপ নিয়েছে, তার বর্ণনা দেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক তপন কুমার দাশ।

সীওতালেরা কোন লিপি ব্যবহার করবে—এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি বলে সরকারি উদ্যোগের প্রাথমিক পর্যায়ে তারা অগ্রসৃত হতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে ব্র্যাকের পরিচালক আরা মিনন বলেন, কোনো উদ্যোগ আদিবাসীদের মধ্যে সামান্যতম কোনো বিরোধ বা বিভেদ সৃষ্টি করছে কি না, তা বত্বিয়ে দেখা জরুরি।

সেভ দ্য চিলড্রেনের শিক্ষা সেটরের উপদেষ্টা ম হাবিবুর রহমান বলেন, আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষকস্বল্পতা আছে। একটু সুযোগ দিয়ে হলেও আদিবাসীদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

আলোচনার সমাপনী পর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব কাজী আখতার হোসেন বলেন, সার্বিকভাবে বাংলাদেশ এগাচ্ছে। এ দেশের সব জাতিগোষ্ঠীর শিশুরাই শিক্ষা অর্জন করবে। আপাতত যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা অচিরেই দূর করার আশাস দেন তিনি।